দৈনিক সংবাদ

তারিখ 21 JUN 1987
পৃষ্ঠা 5 কলাম 1

৬ই আষাঢ় ১৩৯৪ বাং:

পাবনায় প্রাথমিক শিক্ষা বিঘ্নিত হচ্ছে

বেড়া, ১৯শে জুন (নিজস্ব সংবাদদাতা)।—পাবনা জেলার প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা নানা সমস্যায় জর্জরিত।

প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষকের অভাবসহ বিভিন্ন কারণে জেলার ৯টি উপজেলায় প্রাথমিক শিক্ষা মরাত্মকভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে।

জেলার অধিকাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয় গৃহ দীর্ঘদিনের সংস্কারের অভাবে জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছে। এছাড়া শ্রেণীকক্ষে স্থানাভাব, প্রয়োজনীয় আসবাব পত্রের অপ্রতুলতা বই, খাতা, কলমও অন্যান্য শিক্ষা উপকরণের দুর্মূল্যতা এবং অভিভাবকদের আর্থিক অস্বচ্ছলতার কারণে, প্রাথমিক স্তরে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে।

পাবনা জেলায় সরকারী ও বেসরকারী মিলিয়ে মোট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৮০৭টি। এর মধ্যে সরকারী বিদ্যালয় রয়েছে ৬৪৫টি, বেসরকারী ১৬২টি।

বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো স্থানীয় জনসাধারণের উদ্যোগ ও চাঁদার উপরে গড়ে উঠেছে। এগুলোর অধিকাংশগুলোর অবস্থাই অত্যন্ত করুণ। সরকারী অনুদান না থাকায় বেড়া, সাঁথিয়া, সুজানগর, ঈশ্বরদী চাটমোহর, ভাংগুড়া, ফরিদপুর আটঘড়িয়া ও পাবনা সদর উপজেলায় ৩১টি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ইতিমধ্যেই বন্ধ হয়ে গেছে।

সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর মধ্যে মাত্র দুই তৃতীয়াংশ পাকা অথবা আধাপাকা। এগুলোর মধ্যে বেশ কিছু বিদ্যালয় ভবনে ফাটল ধরেছে। প্রয়োজনীয় সংস্কার না করায় বর্ষা মৌসুমে ছাদ চুইয়ে পানি পড়ে সমস্ত কিছু ভিজিয়ে দেয়।

এছাড়া কয়েকটি বিদ্যালয়ের ছাদ যে কোন মুহূর্তে ধসে পড়ার আশংকার মধ্য দিয়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে শিক্ষক ও ছাত্রদের ক্লাস করতে হচ্ছে।

কাঁচা বিদ্যালয় গৃহগুলোর অধিকাংশই নড়বড়ে হয়ে পড়েছে। সামান্য ঝড় ও বৃষ্টিতেই এ সমস্ত বিদ্যালয়ের টিনের ছাউনি বাঁশের বেড়া উড়ে যায়। বাধ্য হয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের ক্লাস নিতে হয় গাছ তলায়। এর উপরে রয়েছে চেয়ার বেঞ্চ টেবিল ব্লাক বোর্ড ইত্যাদি আসবাব পত্রের অভাব। প্রয়োজনীয় চেয়ার বেঞ্চ না থাকায় অনেক বিদ্যালয়ে ছাত্রদের চাটাই বিছিয়ে অথবা শিক্ষকদের দাঁড়িয়ে ক্লাস করতে হয়।

বিদ্যালয়গুলোতে খেলাধুলা ও শরীর চর্চার কোন ব্যবস্থা নেই বললেই চলে। এছাড়া রয়েছে পানীয় জলের সংকট। যে সকল বিদ্যালয়ে নলকূপ রয়েছে, তা অধিকাংশই বিকল হয়ে পড়েছে। প্রায় ৫০ শতাংশ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পায়খানা ও প্রস্রাবখানা নেই। ফলে শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের সীমাহীন দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। সরকারী পরিসংখ্যান অনুযায়ী জেলায় সরকারী ও বেসরকারী মিলিয়ে ৮০৭টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মোট ১ লাখ ৯৪ হাজার ৬শ' ৭৭ জন ছাত্র-ছাত্রী অধ্যয়নরত রয়েছে।

উল্লেখিত সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীর জন্য শিক্ষক রয়েছেন ৩ হাজার ২শ' ৬৩ জন। শিক্ষকের শূন্য পদ রয়েছে ১শ' ২১টি। বিদ্যালয়গুলোতে প্রয়োজনের তুলনায় শিক্ষকের সংখ্যা অনেক কম হওয়াতে ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়া ব্যাহত হচ্ছে।